THE DHRONAS
Ensuring success through skills

TOPIC : GS CLASS 6

84 369 00 456 | 84 365 86 516
www.thedhronas.com The Dhronas- online Govt. Job Prep The Dhronas The Dhronas

নির্দেশমূলক নীতি (DPSP)

ভারতীয় সংবিধানের পার্ট-IV এর অধীনে আর্টিকেল 36-51 নির্দেশমূলক নীতি (DPSP) নিয়ে কাজ করে।

- **আয়ারল্যান্ডের সংবিধান থেকে গৃহীত,**
- বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জন্য একটি নির্দেশক নীতি হিসেবে কাজ করে।
- এগুলি ভারত সরকারের আইন, 1935-এ উল্লেখিত "ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইনস্ট্রাকশন" অনুরূপ।
- দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি।
- **আইনগতভাবে আদালতে প্রয়োগযোগ্য নয়।**

- যদিও ভারতীয় সংবিধান প্রাথমিকভাবে DPSP-কে শ্রেণীবদ্ধ করেনি, তবে তাদের বিষয়বস্তু এবং দিকনির্দেশের ভিত্তিতে, এগুলি সাধারণত তিন প্রকার- গান্ধীবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং লিবারাল-ইন্টেলেকচুয়াল নীতিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক নীতি:

আর্টিকেল 38	ন্যায়বিচার-সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-এর মাধ্যমে একটি সামাজিক শৃঙ্খলা সুরক্ষিত করার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ প্রচার করা এবং আয়, মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা এবং সুযোগের বৈষম্য হ্রাস করা।
আর্টিকেল 39	**নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান:** ● সকল নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা নির্বাহের অধিকার ● সাধারনের উন্নতির উদ্দ্যেশ্যে বস্তুগত সম্পদের সুষম বণ্টন ● সম্পদ এবং উৎপাদনের উপায়ের কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ ● নারী-পুরুষের সমান কাজের জন্য সমান বেতন ● জোরপূর্বক নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণ ● শিশুদের সুস্থ বিকাশের সুযোগ
আর্টিকেল 39 A	দরিদ্রদের সমান ন্যায়বিচার এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রচার করা
আর্টিকেল 41	বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং অক্ষমতার ক্ষেত্রে কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং জনসাধারণের সহায়তার অধিকার নিশ্চিত করা।
আর্টিকেল 42	কাজের ন্যায্য ও মানবিক অবস্থা এবং মাতৃত্বকালীন ত্রাণের ব্যবস্থা করা।
আর্টিকেল 43	জীবিকা মজুরি, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান এবং সমস্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগগুলির নিশ্চিতকরণ।

আর্টিকেল 43 A	শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
আর্টিকেল 47	পুষ্টিস্তর এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ানো এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করা।

লিবারাল ও ইন্টেলেকচুয়াল নীতি :

আর্টিকেল 44	সারা দেশে সকল নাগরিকের জন্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড সুরক্ষিত করা।
আর্টিকেল 45	ছয় বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা প্রদান করা।
আর্টিকেল 48	আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারায় কৃষি ও পশুপালনকে সংগঠিত করা
আর্টিকেল 49	জাতীয় গুরুত্বপূর্ন রূপে ঘোষিত শৈল্পিক বা ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ, স্থান এবং বস্তুগুলিকে রক্ষা করা ।
আর্টিকেল 50	রাষ্ট্রের পাবলিক সার্ভিসে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করা
আর্টিকেল 51	• আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রচার এবং জাতির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা • আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তির বাধ্যবাধকতার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি • সালিসি দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে উৎসাহ প্রদান

গান্ধীবাদী নীতি:

আর্টিকেল 40	গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠিত করা এবং তাদের নিজস্ব-সরকারের ইউনিট হিসাবে কাজ করতে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা।
আর্টিকেল 43	গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তিগত বা সহযোগিতার ভিত্তিতে কুটির শিল্পের প্রচার।
আর্টিকেল 43B	স্বেচ্ছাসেবী গঠন, স্বায়ত্তশাসিত কার্যকারিতা, গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং সমবায় সমিতির পেশাদার ব্যবস্থাপনার প্রচার।
আর্টিকেল 46	তফশিলী জাতি এবং উপজাতি এবং সমাজের অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রচার এবং তাদের সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে রক্ষা করা।

College Para, Beside Hathimore SBI ATM, Siliguri - 734001 (W.B.)
84 369 00 456 | 84 365 86 516
www.thedhronas.com thedhronas@gmail.com The Dhronas The Dhronas

আর্টিকেল 47	স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নেশাজাতীয় পানীয় এবং ওষুধ সেবন নিষিদ্ধকরন।
আর্টিকেল 48	গরু, বাছুর এবং অন্যান্য দুগ্ধ ও গবাদি পশু জবাই নিষিদ্ধ করা এবং তাদের জাত উন্নত করা।

মৌলিক কর্তব্য

1976 সালে 42-তম সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য-গুলি যোগ করা হয়েছিল। মৌলিক কর্তব্য এর ধারণাটি সোভিয়েত রাশিয়ার সংবিধান থেকে গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের 51-A অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি বর্ণিত আছে :

(1) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ।

(2) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেগুলিকে প্রোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।

(3) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি কে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(4) দেশ রক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে ।

(5) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত, শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভাতৃত্ববোধ কে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারী জাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে

(6) আমাদের দেশের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য কে মূল্য প্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে ।

(7) বনভূমি, নদী, বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।

(8) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবিকতাবোধ অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার সাধন করতে হবে ।

(9) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।

10) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(11) 6 থেকে 14 বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে । (এটা হল পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের পালনীয় মৌলিক কর্তব্য)।

মৌলিক কর্তব্য হল সকল নাগরিকের নৈতিক দায়দায়িত্ব। এগুলির উদ্দেশ্য, দেশের জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরিত করা এবং দেশের ঐক্য রক্ষা করা

THE DHRONAS
Ensuring success through skills

মৌলিক কর্তব্য , নির্দেশোনামূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের তুলনাঃ

মৌলিক কর্তব্য	মৌলিক অধিকার	নির্দেশোনামূলক নীতি
মূল সংবিধানে এটির অস্তিত্ব ছিল না – 42 তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়	মূল সংবিধানে অস্তিত্ব ছিল	মূল সংবিধানে অস্তিত্ব ছিল
সংবিধানের IV-A অংশে বর্নিত	সংবিধানের III – অংশে বর্নিত	সংবিধানের IV অংশে বর্নিত
অনুচ্ছেদ 51-A-তে বিবৃত আছে	অনুচ্ছেদ 14-32-তে বিবৃত আছে	অনুচ্ছেদ 36-51
শুধু ভারতীয়দের জন্য প্রযোজ্য	অনুচ্ছেদ 15,16,19,29,30 বাদে বাকী অধিকারগুলি ভারতীয়দের পাশাপাশি বিদেশীদের জন্যও প্রযোজ্য	রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় নাগরিকদের অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা	মূল উদ্দেশ্য – ভারতে রাজনৈতিক গনতন্ত্র স্থাপন করা	মূল উদ্দেশ্য- সামাজিক ও অর্থনৈতিক গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা
এগুলি পালন না করা আদালতে বিচারযোগ্য নয়	এই অধিকারগুলি আদালতে বিচারযোগ্য	এগুলি পালন না করা আদালতে বিচারযোগ্য নয়
এগুলি অবিভক্ত রাশিয়ার সংবিধান থেকে অনুপ্রাণিত	এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে অনুপ্রাণিত	আয়ার্ল্যান্ড থেকে অনুপ্রাণিত

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION
THE DHRONAS
Ensuring success through skills

ভারতীয় সংসদ

ইংল্যান্ডের মতো ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভাকে পার্লামেন্ট বলা হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ রয়েছে- উচ্চকক্ষের নাম হল রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষের নাম হল লোকসভা। আর সেইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি হলেন ভারতীয় পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃত অর্থে ভারতীয় পার্লামেন্ট হল ভারতীয় গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক।

রাজ্যসভার গঠন :-

- রাজ্যসভা হল ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ।
- সংবিধানে বলা হয়েছে যে সর্বাধিক 250 জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হবে।
- এর মধ্যে 12 জন সদস্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবে। আর অবশিষ্ট 238 জন সদস্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলি থেকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবে।
- বর্তমানে রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যা 245 জন।
- পদাধিকারী বলে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন।
- সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হল 6 বছর।
- প্রতি 2 বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের অবসর গ্রহণ করতে হয়।

লোকসভার গঠন:-

- ভারতীয় পার্লাগেন্টের নিম্নকক্ষের নাম হলো লোকসভা।
- সংবিধানে বলা হয়েছে যে সর্বাধিক ৫৫২ জন সদস্য নিয়ে লোকসভ গঠিত হবে।
- বর্তমানে লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫৪৫ জন। এর মধ্য 2 জন ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়। অবশিষ্টরা অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ। যদিও 104 তম সংশোধনী দ্বারা ইঙ্গ ভারতীয় (Anglo-Indian) মনোনয়ন বন্ধ করা হয়েছে।
- অঙ্গরাজ্য সমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা 530 জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের প্রতিনিধির সংখ্যা 13 জন।
- লোকসভার সদস্যরা লোকসভার প্রথম অধিবেশনে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে অধ্যক্ষ বা স্পিকার পদে নির্বাচিত করেন। এই স্পিকার লোকসভা পরিচালনা করেন।
- এছাড়াও একজন উপাধ্যক্ষ বা সহকারী স্পিকার থাকেন। তিনি স্পিকারের অবর্তমানে যাবতীয় কার্যসম্পাদন করেন।
- লোকসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হল 5 বছর
- জরুরি অবস্থার সময় প্রয়োজন মনে করলে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ 1 বছর বৃদ্ধি করা যায়।
- তবে এইসব মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি লোকসভায় ভেঙে দিতে পারেন।

ভারতের সংসদের কার্যাবলী

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা :-

- আইন প্রণয়ন করা হলো পার্লামেন্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- সংবিধানের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় গুলি 3 টি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যেমন- (i)কেন্দ্রীয় তালিকা,(ii) রাজ্য

তালিকা,(iii) যুগ্ম তালিকা।

- কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্ট এককভাবে আইন প্রণয়ন করার অধিকারী।
- রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে সাধারণ অবস্থায় আইন প্রণয়ন করার অধিকারী রাজ্য আইনসভা।
- আর যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভা উভয় পৃথকভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে।
- এছাড়াও জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকলে কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জনিত জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

নির্বাচন ও পদচ্যুত করার ক্ষমতা :-

- রাষ্ট্রপতি ও উপ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে থাকে।
- এমনকি রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।
- এছাড়াও সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগন, নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব পরীক্ষক প্রমূখকে পদচ্যুত করার জন্য পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা :-

- পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ আইনসভার অবমাননা কিংবা অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে পার্লামেন্টের সদস্য এবং সদস্য নন এমন যে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে পারে।
- এছাড়াও পার্লামেন্ট যে কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হাইকোর্টের ক্ষমতা ও পরিধি সম্প্রসারণ করতে পারে (230 এর 1 নং ধরায়)।

জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা :-

- ভারতের রাষ্ট্রপতি 3 ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারে। যেমন- (i) জাতীয় জরুরি অবস্থা (352 নং ধারা),(ii) রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জনিত জরুরি অবস্থা (356 নং ধারা),(iii) আর্থিক জরুরি অবস্থা(360 নং ধারা)। প্র
- তিটি জরুরি অবস্থা ঘোষণাকে লোকসভা ও রাজ্যসভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয় অন্যথায় বাতিল হয়ে যায়।

রাজ্য গঠন ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত ক্ষমতা :-

- পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে।
- কোন অঙ্গ রাজ্যের কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন করতে কিংবা দুই বা ততোধিক রাজ্যকে একত্রিত করতে অথবা কোন একটি রাজ্যের অংশকে অন্য রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে।

THE DHRONAS
Ensuring success through skills

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা :-

- **যেকোনো অর্থবিল লোকসভাতেই উপস্থাপিত হতে পারে।**
- **কোন বিল অর্থবিল কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন লোকসভার অধ্যক্ষ।**
- লোকসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারেনা।
- মন্ত্রীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণের দায়িত্ব পার্লামেন্টের।

সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা :- **সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারতীয় পার্লামেন্ট এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে(ধারা 368)।** নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের জন্য অঙ্গরাজ্য গুলি আইনসভা সমূহের সম্মতি প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি হলো- রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিষয় এবং সংবিধান সংক্রান্ত সংশোধন পদ্ধতি পরিবর্তন প্রভৃতি।

ভারতের রাষ্ট্রপতি

- ভারতীয় সংবিধানের 52 নম্বর ধারায় ভারতের রাষ্ট্রপতি পদের কথা ঘোষিত হয় ।
- তিনি ভারতের শাসন বিভাগের প্রধান ।
- তাঁর নামে দেশ শাসিত হয়, তিনি হলেন ভারতের প্রথম নাগরিক ।
- স্থল ,নৌ ও বিমানবাহিনীর তিনি সর্বাধিনায়ক ।
- তিনি দেশে-বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এক কথায় তিনি ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় শীর্ষে সমাচীন । কিন্তু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির নামে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রধানমন্ত্রী হলেন ভারতের প্রকৃত শাসক এবং স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রপতি হলেন ভারতের নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব প্রধান । তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও অনুমোদনক্রমে সকল ক্ষমতা ব্যবহার করেন।
- ভারতের প্রধান বিচারপতি তাকে শপথবাক্য পাঠ করান।

নির্বাচনঃ

- ভারতের সংবিধানের 54 ও 55 ধারায় পরোক্ষ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় । রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীকে
    - (ক) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে,
    - (খ) অন্যূন 35 বছর বয়স হতে হবে,
    - (গ) লোকসভার সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে ।
- বর্তমান রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন পত্রের প্রস্তাব ও সমর্থকের সংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই 50 ।
- সংবিধানের 54 ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচিত হন । কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষের (রাজ্যসভা ও লোকসভা) নির্বাচিত সদস্যদের ও অঙ্গ রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় ।
- রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে গেলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেই হবে না, প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশি ভোট পেলেই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়া যাবে । **যে পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়, তার সাংবিধানিক নাম হল 'একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব'** (Proportional Representation by means of single transferable vote) ।
- বিশেষ পদ্ধতিতে সংসদ ও বিধানসভার সদস্যদের ভোটের মূল্য নির্ধারণ করা হয় । প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের একটি করে ভোট থাকে । কিন্তু এই ভোটের মূল্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন মানের হয় । কারণ, বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা ও বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধির সংখ্যা এক নয়
- **একজন বিধায়কের ভোটের মূল্য** $= \dfrac{\text{রাজ্যের মোট জনসংখ্যা}}{\text{রাজ্যের বিধানসভায় মোট নির্বাচিত বিধায়ক} \times ১০০০}$
- **একজন সাংসদের ভোটের মূল্য** $= \dfrac{\text{সমস্ত বিধায়কের মোট ভোটমূল্য}}{\text{সংসদে মোট নির্বাচিত সাংসদ}}$
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটের মূল্য প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রতি বিধায়কের ভোটের মূল্য সবচেয়ে বেশি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে — 208 । এর সবচেয়ে কম মূল্য হচ্ছে সিকিম রাজ্যে —মাত্র 7 । **পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বিধায়কের ভোটের মূল্য 151**
- **একজন সাংসদের ভোটের মূল্য = 708**

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী:-

1. শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা:-

- ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন কেন্দ্র সরকারের প্রধান ।
- কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন সংক্রান্ত সকল কাজই রাষ্টপতির নাম সম্পাদিত হয় [77 (1) নং ধারা]।
- ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের সর্বোচ্চ শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ । তিনি নিজে বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন [53(1) নং ধারা]।
- রাষ্টপতির নিয়োগ সংক্রান্ত ও ব্যাপক ক্ষমতা আছে প্রধানমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সকল সদস্য এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী গণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

2. আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা:-

ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাষ্ট্রপতি এবং দুটি পরিষদ নিয়ে ভারতের পার্লামেন্ট গঠিত হয় (79 ধারা)। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করতে কিংবা অধিবেশন স্থগিত এবং প্রয়োজনবোধে লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিণত হয় না । পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের পাশ হওয়ার পর প্রত্যেকটি বিলকে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর এর জন্য পাঠাতে হয় । রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দিতেও পারেন আবার নাও দিতে পারেন।

3. অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা:-

সংবিধান অনুসারে, প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য রাষ্ট্রপতিকে আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করতে হয় । সাধারণত কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করেন । **রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো ব্যয় মঞ্জুরী পার্লামেন্টে উত্থাপন করা যায় না ।**

4. বিচার বিষয়ক ক্ষমতা:-

রাষ্ট্রপতির কিছু বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা আছে। তিনি সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন । ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখতে ,হ্রাস ও ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন । **এছাড়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড রদ করে তিনি অন্য দিতে পারেন।**

5. জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা:-

রাষ্ট্রপতির কতগুলি জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে । এই জরুরি অবস্থাকে দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে তিন ধরনের জরুরি দেওয়া হয়েছে যেগুলো তিনি ঘোষণা করতে পারেন । এগুলি হল --

1.জাতীয় জরুরি অবস্থা (352 ধারা)। 2.রাজ্য শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা (356 ধারা)। 3.আর্থিক জরুরি অবস্থা (360 ধারা)।

6.সামরিক ক্ষমতা:-

রাষ্ট্রপতি হলেন ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক । তিনি স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন । জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান হিসেবে তাঁকে কার্য সম্পাদন করতে হয় । **ওই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা শান্তি স্থাপন করতে পারেন।**

College Para, Beside Hathimore SBI ATM, Siliguri - 734001 (W.B.)
84 369 00 456 | 84 365 86 516
www.thedhronas.com thedhronas@gmail.com The Dhronas The Dhronas

রাজ্যপাল

- ভারতীয় সংবিধানের 153 নম্বর ধারায় রাজ্যপাল পদের কথা ঘোষিত হয় ।
- তিনি একটি রাজ্যের শাসন বিভাগের প্রধান ।
- বাস্তবে একটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা রাজ্যপালের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করে। মুখ্যমন্ত্রী হলেন একটি রাজ্যের প্রকৃত শাসক এবং স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপাল হলেন একটি রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব প্রধান ।
- একটি রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাকে শপথবাক্য পাঠ করান।
- তিনি রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত হন। **রাজ্যপাল পদের জন্য কোন নির্বাচন হয়না।**
- ভারতীয় সংবিধানের 154 নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত থাকে।
- **একজন রাজ্যপাল 5 বছরের মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হন।** তবে, তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে তার আগে তার পদ ত্যাগ করতে পারেন। **রাষ্ট্রপতি তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তাকে পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন**

রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হতে, একজন ব্যক্তি-

- 1.ভারতের নাগরিক হতে হবে।
- 2.বয়স 35 বছর পূর্ণ হতে হবে।
- 3.সংসদ বা রাজ্য আইনসভার সদস্য হওয়া উচিত নয়।
- 4.রাজ্য আইনসভার সদস্যদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা থাকতে হবে।
- 5.লাভজনক কোনো পদের অধিকারী হবে না।

রাজ্যপালের ক্ষমতা

প্রশাসনিক ক্ষমতা :-

- রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক কার্যকলাপ রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত থাকে।
- প্রশাসনিক ক্ষমতার দিক থেকে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য মন্ত্রী সভার সদস্যদের নিয়োগ করে থাকেন।
- **তাছাড়া তিনি রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল, রাজ্য সরকারের চাকরি কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ এবং রাজ্যের হাইকোর্ট ছাড়া বাকি সকল আদালতের বিচারপতি গণকে নিয়োগ করে থাকেন।**
- এমনকি হাইকোর্টের বিচারপতি গণকে নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

আইনগত ক্ষমতা :-

- রাজ্যপাল হলেন রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
- তিনি রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে ও সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেন।
- এমনকি তিনি রাজ্য আইনসভার নিম্ন কক্ষ বিধানসভাকে ভেঙে দিতে পারেন।
- তার সম্মতি ছাড়া রাজ্য আইনসভা প্রণীত কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারে না।
- তিনি প্রয়োজনে জরুরি আইন বা অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন (ধারা 213) তবে এই ঘোষণাকে বিধানসভার অধিবেশন বসার 6 সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই বিধানসভার অনুমোদন লাভ করতে হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা :-

রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপাল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। যেমন-(i) তার সুপারিশ ছাড়া কোন অর্থবিল পেশ করা যায় না,(ii) তিনি রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যের বাজেট পেশ করার ব্যবস্থা করেন,(iii) বিধানসভায় প্রণীত অর্থবিল ছাড়া অন্য যে কোন বিল তিনি বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু অর্থবিলে তাকে অবশ্যই সম্মতি জানাতে হয়। তার সম্মতির ভিত্তিতে অর্থ বিলটি আইনে পরিণত হয়।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা :-

- রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন।
- তিনি রাজ্যের হাইকোর্ট ছাড়া অন্যান্য আদালতের বিচারপতি গনকে নিয়োগ করে থাকেন।
- এমনকি তিনি বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্রেও বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। যেমন-(i) তিনি অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করতে পারেন,(ii) দণ্ডিত অপরাধের দণ্ড মওকুফ করতে পারেন, (iii) গুরু দণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীর দণ্ড বা শাস্তি লঘু করতে পারেন,(iv) এমনকি **তিনি মৃত্যুদণ্ড রদ বা বাতিল করতে না পারলেও এই দন্ডকে তিনি কিন্তু স্থগিত রাখতে পারেন।**

অন্যান্য ক্ষমতা :- **রাজ্যপাল আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন, রাজ্য জরুরি অবস্থা বা রাষ্ট্রপতি শাসন** (356 নং **ধারা) জারি করা হবে কি না সে ব্যাপারে তিনি রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।** রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরি অবস্থা চলাকালীন তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকারী। এছাড়াও তিনি রাজ্য আইনসভা প্রণীত বিলে সম্মতি না দিয়ে বিলটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তার কাছে পাঠাতে পারেন।

THE DHRONAS
Ensuring success through skills